নদীমাতৃক বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বার হিসেবে পরিচিত এবং পদ্মা, আড়িয়ালখাঁ ও কুমার নদী বিধৌত মাদারীপুর ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। এই জেলার দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; মাদারিপুর শকুনী দিঘি, আউলিয়াপুর নীলকুঠি, সেনাপতির দিঘি, হাজরাপুর দরবার শরীফ, প্রণবানন্দের মন্দির, মঠের বাজার মঠ,রাজারাম মন্দির, ঝাউদি গিড়ি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি, শাহ মাদার (রঃ) দহ শরীফ, কুলপদ্দি জমিদার বাড়ি ইত্যাদি।

**গনেশ পাগল সেবাশ্রম**

১২৫৫ বঙ্গাব্দে কোটালী পাড়া উপজেলার পোলসাইর গ্রামে সাধু পুরুষ গনেশ পাগল জন্মগ্রহণ করেন। গনেশ পাগলের পিতা শিরোমনি এবং মাতা নারায়ণী দেবী উভয়েই শ্রী শ্রী নারায়ন দেবের উপাসক ছিলেন। শ্রী শ্রী নারায়ন ঠাকুরের আশির্বাদে গনেশ পুজার দিন সন্তানের জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম ‘গনেশ’ রাখা হয়। শ্রী বিন্দু দাস গোসাই-এর অনুচর মহামানব গনেশ পাগল ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন।

গনেশ পাগলের অনুসারীদের জন্য ১৩১২ বঙ্গাব্দে মাদারীপুরের (Madaripur) রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী দিঘীরপাড় এলাকায় প্রায় ৩৬৫ বিঘা জমিতে গনেশ পাগল সেবাশ্রম (Ganesh Pagol Sebashram) গড়ে তোলা হয়। ১৩৭ বছর আগে ১৩ জন সাধু মিলিত হয়ে ১৩ কেজি চাল ও ১৩ টাকা নিয়ে ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের কুম্ভমেলার আদলে সেবাশ্রমে কুম্ভমেলার আয়োজন করেন। এরপর থেকে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ মেলার সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। শ্রী শ্রী গনেশ পাগল সেবাশ্রম সংঘের এই মেলা উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ কুম্ভমেলা হিসাবে স্বীকৃত। প্রায় ১৬৭ একর জমি অর্থাৎ ৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে মেলার আয়তন। অতীতে মাত্র একদিনের জন্য মেলা অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এই মেলার চলে তিন দিন ব্যাপী।